

শিক্ষক পেটানোর সুন্দর ব্যবস্থা

জোবাইদা নাসরীন

০৫ নভেম্বর ২০১৯, ১৩:৫০

আপডেট: ০৫ নভেম্বর ২০১৯, ১৩:৫২



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে সংঘর্ষ। ছবি: প্রথম আলো

এ দেশে এখন নির্মমতাগুলো কেন যেন গা সয়ে গেছে মনে হয়। তাই হায় হায় রব উঠলেও প্রতিকারহীনভাবেই চলতে থাকে চর্চা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যসমেত ছাত্রলীগের দুর্নীতি নিয়ে কত শোরগোল উঠল, কিছু হলো না। এদিকে আজ মঙ্গলবার আন্দোলনরত শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের ওপর ন্যাকারজনক হামলা হয়েছে। অভিযোগ সেই

ছাত্রলীগের দিকেই। এর মহড়া হয়েছিল কয়েক দিন আগে, যখন জাবির একজন সহকারী প্রক্টর প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীদের ওপর চড়াও হয়েছিলেন। এখন সরাসরি শিক্ষকদের ওপর হামলা হলো। এটাও কি গা-সওয়া হয়ে যাবে? কোনো কিছুতেই কি এরা থামবে না?

অনেক শিক্ষকই যেমন ক্ষমতা ধ্বজাধারী হওয়ার জন্য তদবিরে দিন-রাতের দৈর্ঘ্য তোয়াক্কা করছেন না, তেমনি শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সম্পর্কেও এসেছে নানা পরিবর্তন, তবে সেটি এখন দুদিক থেকেই ভয়ের সম্পর্কে এসে ঠেকেছে অনেকটাই। শিক্ষকেরা যেমন শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা দিচ্ছেন, হুমকি দিচ্ছেন, একদল শিক্ষার্থীকে আরেক দল শিক্ষার্থী মারধর করলেও টু শব্দটি করছেন না। এমনকি মেরে ফেললেও না। তেমনি শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকদের গায়ে হাত দিতে কিংবা অসম্মান করতে দ্বিধা বোধ করছেন না।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন। সম্প্রতি রাজশাহী সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে লাঞ্চিত করার পর পানিতে ফেলে দেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। তাঁর অপরাধ, তিনি অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেননি। যার ফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে এ ঘটনা ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটান সপ্তম পর্বের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের নেতা কামাল হোসেন সৌরভ।

এই বছরের জুলাই মাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (ইউএসটিসি) ইংরেজি বিভাগের উপদেষ্টা অধ্যাপক মাসুদ মাহমুদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেন তাঁরই কয়েকজন ছাত্র। প্রথম দিকে তাঁর বিরুদ্ধে শ্রেণিকক্ষের পাঠে ‘যৌন বাতচিতে’র অভিযোগ আনলেও তদন্ত কমিটি এর সত্যতা পায়নি। পরে জানা যায় আসল কারণ। কিছু শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাস না করায় তাঁদের পরীক্ষা দিতে দেননি অধ্যাপক মাসুদ মাহমুদ। তাঁর নৈতিক অবস্থানের মাশুল দিতে হয়েছে এভাবে। এ ক্ষেত্রেও ক্ষমতাসীন সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল বলে পরে জানা যায়।

গত ৬ মে পাবনা সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজে উচ্চমাধ্যমিকের উচ্চতর গণিত পরীক্ষা চলাকালে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে দুই শিক্ষার্থীর পরীক্ষার খাতা কিছু সময়ের জন্য জব্দ করেন প্রভাষক মাসুদুর রহমান। এ ঘটনায় পরীক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয় ওই শিক্ষকের ওপর। এর জের ধরে ১২ মে কলেজ থেকে বের হওয়ার সময় কলেজের গেটেই ছাত্রলীগের কর্মীরা মাসুদুরের ওপর হামলা চালিয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন।

টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতাদের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিবাদে ও দোষী ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে একসঙ্গে ৫৬ জন শিক্ষক প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে সোমবার পদত্যাগ করেছেন।

এর আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতা না থাকায় মামুন খানকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সে সময়কার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক গোলাম মইনুদ্দিন। এ নিয়ে সেই শিক্ষকের সঙ্গে মামুন খান বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। একপর্যায়ে তিনি ওই শিক্ষককে কয়েক দফায় দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা দেন এবং মাথায় এলোপাতাড়ি থাপ্পড় দিয়েছিলেন বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

তাহলে আমরা শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্কের যে চলমান রূপ দেখছি, তার মধ্যে দুটো স্পষ্ট ধারা আছে। একটি হলো ক্ষমতাকেন্দ্রিক সম্পর্ক যেখানে ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা এবং ক্ষমতার চর্চাই প্রাধান্য পায়। অন্য একটি ধারা হলো, যেসব শিক্ষক নীতি-নৈতিকতা বজায় রাখতে চান, তাঁদের জীবন ঝুঁকিতে পড়া।

এসব থেকে একটি চিত্রই খুব প্রকটভাবে বোঝা যায়, আর সেই চিত্রটি হলো, শিক্ষাব্যবস্থা বলে কিছু নেই। বরং সেটা হয়েছে ক্ষমতা চর্চা ও দুর্নীতির আখড়া। যেখানে শুধু পাসের হার বাড়িয়ে শিক্ষার মান দেখানো হয়, কিন্তু আসল যে স্তম্ভ,

যেখানে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সম্পর্ক হবে মানবিক, সম্মান-ভালোবাসার, সেটি বহু আগেই দেয়ালের আন্তর খসার মতো খসে পড়েছে। এমন নয় যে কর্তাব্যক্তির বিষয়গুলো জানেন না, দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁরা জানেন এবং জেনেগুনেই বিষয়গুলোকে অনুমোদন দিচ্ছেন। তা না হলে কেন বারবার একই ঘটনা ঘটছে। এখন কোনো শিক্ষক তাহলে আর নীতি-নৈতিকতা ও নিয়মের কথা বলতে পারবেন না? প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন বলে কিছু থাকবে না? শিক্ষার্থীদের কাজ তাহলে আসলে কী? এই শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্কের মেরামত না হলে এ সমাজে আর কোনো সম্পর্কই টিকবে না।

জোবাইদা নাসরীন: শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।